**১) উচ্চারণ** :রব্বানা জালামনা আনফুসানা, ওয়া ইললাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা,লানাকু-নান্না মিনাল খসিরিন।

**অর্থ :** হে আমাদের প্রভু, আমরা নিজেদের ওপর অন্যায় করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে রহম না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। (সুরা আরাফ : আয়াত ২৩)

**২ ) উচ্চারণ** : ‘রাব্বানা আতিনা ফিদদুনিয়া হাসানাতাউ ওয়া ফিল আখেরাতি হাসানাতাউ ওয়াক্বিনা আজাবান্নার।’  
**অর্থ :** ‘হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদের দোজখের আজাব থেকে রক্ষা কর।’ (সুরা বাকারা : আয়াত ২০১)

**৩) উচ্চারণ :** ‘রাব্বানা লা তুআখিজনা ইন্নাসিনা আউ আখতানা। রাব্বানা ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইসরাং কামা হামালতু আলাল্লাজিনা মিন ক্বাবলিনা। রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা লা তাক্বাতা লানা বিহি, ওয়া‘ফু আন্না ওয়াগফিরলানা ওয়ারহামনা আংতা মাওলানা ফানছুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরিন।’

**অর্থ:** হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদের অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আর আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ। হে আমাদের প্রভূ! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্যে কর। (সুরা বাকারা : আয়াত ২৮৬)

**৪) উচ্চারণ :** ‘রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা‘দা ইজ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লা দুংকা রাহমা ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব।’  
**অর্থ :** ‘হে আমাদের প্রতিপালক! সৎ পথ প্রদর্শনের পরে তুমি আমাদের অন্তরগুলোকে বক্র করে দিও না, আমাদের তোমার কাছ থেকে রহমত প্রদান কর, প্রকৃতপক্ষে তুমিই মহান দাতা।’ (সুরা আল ইমরান : আয়াত ৮)

**৫) উচ্চারণ :** ‘রাব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগফিরলানা জুনুবানা ওয়াক্বিনা আজাবান্নার।’  
**অর্থ :** ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দাও আর আমাদের দোজখের আজাব থেকে রক্ষা কর।’ (সুরা আল ইমরান : আয়াত ১৬)

**৬) উচ্চারণ :** ‘রাব্বানা জালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাছিরিন।’  
**অর্থ :** ‘হে আমাদের রব, আমরা নিজদের উপর জুলুম করেছি। আর যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।’ (সুরা আরাফ : আয়াত ২৩)

**৭) উচ্চারণ :** ‘রাব্বানা লা তাঝআলনা মাআল ক্বাওমিজ জালিমিন।’  
**অর্থ :** ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জালিম কওমের অন্তর্ভুক্ত করো না।’ (সুরা আরাফ : আয়াত ৪৭)

**৮) উচ্চারণ :** ‘রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সবরাও ওয়া তাওয়াফফানা মুসলিমিন।’  
**অর্থ :** ‘হে আমাদের রব! আমাদের পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিম হিসাবে আমাদের মৃত্যু দান করুন।’ (সুরা আরাফ : আয়াত ১২৬)

**৯) উচ্চারণ :** ‘রাব্বানা আতিনা মিল্লাদুংকা রাহমাতাও ওয়া হায়্যি লানা মিন আমরিনা রাশাদা।’  
**অর্থ :** ‘হে আমাদের রব! তোমার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দাও আর আমাদের জন্য আমাদের কর্মকান্ড সঠিক করে দাও।’ (সুরা কাহফ : আয়াত ১০)

**১০) উচ্চারণ :** ‘রাব্বানাকশিফ আন্নাল আজাবা ইন্না মুমিনুন।’  
**অর্থ :** হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করুন, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি।’ (সুরা দুখান : আয়াত ১২)

**১১) উচ্চারণ :** ‘রাব্বানা আলাইকা তাওয়াক্কালনা ওয়া ইলাইকা আনাবনা ওয়া ইলাইকাল মাছির।’  
**অর্থ :** ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার ওপরই ভরসা করি, আপনারই অভিমুখী হই আর প্রত্যাবর্তন তো আপনারই কাছে।’ (সুরা মুমতাহিনা : আয়াত ৪)

**১২) উচ্চারণ :** রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস সামিউল আলীম

**অর্থ :** হে আল্লাহ! আমাদের এই কাজটি কবুল করুণ। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ। (সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াতঃ ১২৭)

**ফযিলত**

১। কাবা শরীফের নির্মাণ কাজ শেষ করার পর হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং ইসমাইল (আঃ) এই দোয়াটি পড়েছিলেন।

২। এই দোয়ার মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে মানুষের শুধু কোন মহৎ কাজ শেষ করেই তৃপ্ত না হয়ে কিংবা গর্ব না করে, বরং ঐ কাজটি কবুলের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে হবে

**১৩) উচ্চারণ** : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদুহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদির।

**অর্থ :** আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তারই, যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই, তিনিই সবকিছুর উপর শক্তিমান।

**সাইয়েদুল ইস্তেগফার**

**১৪) উচ্চারণ** :আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাক্বতানি, ওয়া আনা আ'বদুকা ওয়া আনা আ'লা আ'হদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্বাতু আ'উযুবিকা মিন শাররি মা ছানা'তু আবু উ লাকা বি-নি'মাতিকা আ'লাইয়া ওয়া আবূউলাকা বিযানবী ফাগফিরলি ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ যুনূবা ইল্লা আনতা ।

**অর্থ :** হে আল্লাহ! তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যমত তোমার কাছে দোয়া, ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি গুলো সব সময় পালন করার চেষ্টায় থাকি। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে। আমাকে তুমি যে নেয়ামত দান করেছ তা আমি অকপটে স্বীকার করেছি এবং আমি আমার পাপ গুলো স্বীকার করেছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ছাড়া অন্য কোন ক্ষমাকারী নেই।

**১৫)** **উচ্চারণ** : লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালিমিন

**অর্থ :** আপনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। অবশ্যই আমি পাপী। -সূরা আল আম্বিয়া: ৮৭